সমকাল

তারিখ ....2 8 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম.....

প্রাচ্যের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক কোথায় গেল?

সমাজ | জয়া ফারহানা

কলাম লেখক

বেসামাল বাজার অর্থনীতির একালে এখনও সবকিছু শতভাগ বাজারি পণ্যে পরিণত হয়নি। কালেভদ্রে তার প্রমাণ মেলে বৈকি। প্রত্যন্ত গ্রামের প্রসন্ন আলপথে অথবা শান্ত শহরের মন্থর সড়কে দেখা মিলবে কোনো না কোনো শিক্ষকের, যার নিজের ঘরে শত-সহস্র অভাবের ঝনঝনানি; কিন্তু সেসব ভুলে সাইকেলের টুংটাং শব্দ তুলে তিনি খোঁজ নিতে যাচ্ছেন ক্লাসে অনুপস্থিত মেধাবী ছাত্রের। এই প্রাচ্য অঞ্চলে নস্টালজিক যে কেউ তার স্মৃতির ঝাঁপির ঢাকনা খুললে অনায়াসে পেয়ে যাবেন শিক্ষককে কেন্দ্র করে আবেগ তাড়ানিয়া গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতির।

এসএসসি এবং এইচএসসির ফরম পূরণকালে নির্ধারিত ফিসের টাকা জোগাড় করতে না পেরে, পরীক্ষা না দিতে পারার হতাশায় শিক্ষার্থীর দশদিক যখন অন্ধকার হয়ে আসছে, তখন ফিসের টাকা হাতে দেবদূতের মতো শিক্ষকের আবির্ভূত হওয়া আমাদের পূর্বসূরিদের প্রায় কমন স্মৃতি। স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্ততায় স্বতপ্রণোদিত শিক্ষক বিনামূল্যে বই দিয়ে, কোচিং করিয়ে, পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা দিয়ে অথবা অন্য আরও শত উপায়ে সাহায্য করে শিক্ষার্থীদের জীবন ইতিবাচক ট্র্যাকে তুলে দিয়েছেন, এমন শিক্ষকের দৃষ্টান্ত ঢের মিলবে এখনও। যে কারণে এসএসসি এবং এইচএসসির ফল প্রকাশের পর 'সকল কাঁটা ধন্য করে' অথবা 'এই আলোকিতদের হাতেই বাংলাদেশ' শিরোনামে অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের যেসব কাহিনী ছাপা হয় তার অধিকাংশ জুড়ে থাকে শিক্ষকদের প্রশস্তি। ঘরে খাওয়ার মতো চাল কিংবা পড়ার মতো আলো নেই; তবু সেসব হতদরিদ্র শিক্ষার্থী অবিশ্বাস্য সব রেজাল্ট নিয়ে এসেছে কেবল শিক্ষকদের নিরলস চেষ্টায়। বোধ করি এসব কারণে কর্মজীবনে সাফল্যের শীর্ষ ছোঁয়া কৃতজ্ঞ কোনো সাবেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের সঙ্গে হঠাৎ দেখায় শিক্ষকের পা ছুঁয়ে সালাম করে নিজেকে পরম ধন্য মনে করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর এই সম্পর্ক প্রাচ্য অঞ্চলের সম্পদ। পাশ্চাত্যে যা অকল্পনীয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে ঘিরে এখানে তৈরি হয়েছে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী ও মিথ। অনিবার্যভাবে সেসব মিথের পুনর্পাঠ প্রয়োজন আমাদের।

পশ্চিমে শিক্ষককে স্যার সম্বোধনের রেওয়াজ উধাও। শিক্ষকের সামনে বান্ধবীকে আলিঙ্গন করে

চুম্বন, ধূমপান বা বিয়ার পান, হাই অমুক মিস্টার বলে ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে মেতে ওঠাটা সহজিয়া আচরণ। এসব এ অঞ্চলের সংস্কৃতি নয় বলে অন্তরের কোনো নিভৃত কোণে একটুখানি অহমও ছিল। সেই অহমে রীতিমতো ঝামা ঘষে দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা। এখন যতই পাশ্চাত্য কায়দায় কান ধরে ফেসবুক স্ট্যাটাস দেওয়া হোক না কেন, শিক্ষককে অপদস্থ করার এই উদাহরণ আমাদের সারাজীবনের সঞ্চিত গর্বে ঘোরতর কলঙ্কের দাগ খোদাই করে দিল।

সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বিখ্যাত নারায়ণগঞ্জ। বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল, কাতারে কাতারে ঋদ্ধ টেক্সটাইল মিল নারায়ণগঞ্জকে প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে বিখ্যাত করেছিল। সেই খ্যাতিতে ভাটা পড়েছে সেই কবে। খ্যাতির খেতাব পূরণ হয়েছে কুখ্যাতিতে। কিছুদিন পরপর লোমহর্ষক এবং অবিশ্বাস্য নৃশংসতার সব নজির নিয়ে সংবাদ শিরোনাম হয় নারায়ণগঞ্জ। এমন সব ঘটনা এখানে ঘটে যা অবিশ্বাস্য আবার বিশ্বাস না করে উপায় নেই। জাদুবাস্তব এসব ঘটনার কারণে নারায়ণগঞ্জকে যদি এখন প্রাচ্যের ডান্ডি না বলে প্রাচ্যের 'ডাণ্ডা' বলা হয় বোধ করি সেটা খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। মেধাবী স্বপ্নবান কিশোর ত্বকী হত্যা, সাত খুন এবং থেকে থেকে নারায়ণগঞ্জের বিশেষ কোনো অঞ্চল থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়াসহ নানা ঘটনায় প্রায়ই নেতিবাচক সংবাদের শিরোনাম হয়েছে নারায়ণগঞ্জ। মাঝে বেশ কিছুদিনের বিরতি ছিল। নীরব ছিল নারায়ণগঞ্জ। এবার বোধ হয় সেই নীরবতা অবিশ্বাস্য ক্রূরতায় ভাংচুর করে সুদে-আসলে শতগুণ পুষিয়ে নিচ্ছে নারায়ণগঞ্জ।

স্মরণ করি শিক্ষক দ্রোণাচার্যকে, প্রিয় ছাত্র অর্জুনকে কিছুতেই কারও কাছে হারতে দেবেন না সংকল্পে একান্ত আগ্রহী ভক্ত অনুরাগী একলব্যকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তীর চালনার শিক্ষা না দিয়েই। কিন্তু শিক্ষা না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চাই কৌশল। শর্ত দিলেন একলব্য যদি দ্রোণাচার্যকে শিক্ষক হিসেবে ভক্তিই করেন তবে গুরুদক্ষিণা হিসেবে কেটে দিক আঙুল। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ছিন্ন আঙুল নিয়ে একলব্য যে কখনও অর্জুনের অর্জনকে অতিক্রম করতে পারবে না কেবল তারই কৌশল। একলব্যই-বা হার মানবে কেন? গুরু যার দ্রোণাচার্য, তাকে হার মানলে চলে না। ফলে গুরুদক্ষিণা হিসেবে কর্তিত আঙুল গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে গুরু দ্রোণাচার্যকে কল্পনা করে শুরু করলেন তার কাঙ্ক্ষিত তীর চালানোর চর্চা। এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এই পুরাণের জন্য এই অঞ্চলের সংস্কৃতিতে মাথায় রেখে। কোথায় দ্রোণাচার্য? কোথায় একলব্য? অথবা কোথায় বাদশাহ আলমগীর? অথবা বাদশাহ আলমগীরের সেই রাজপুত্র হিসেবে অহম দেখাতে আগ্রহী ছেলেটি?